THE HUNGER PROJECT

চাটগাঁ সমাচার

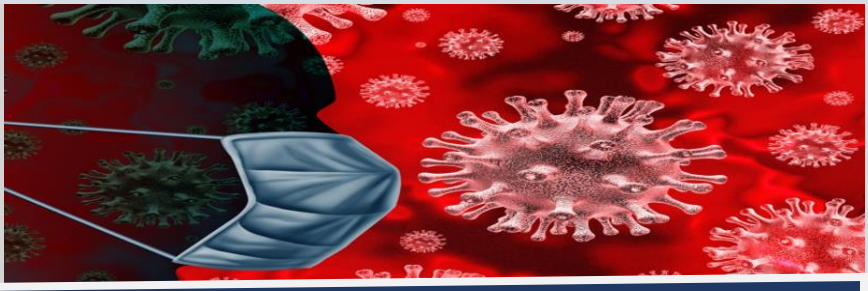

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট -চট্টগ্রাম অঞ্চলের ই-নিউজ লেটার *প্রথম সংখ্যা// মঙ্গলবার ১৮ আগস্ট ২০২০

তেচ্ছিপাড়াকে উপকূলের করোনা সহনশীল গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর মনির উদ্দিন রাসেদ।

চকরিয়া উপজেলার ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের তেচ্ছিপাড়া গ্রাম। তেচ্ছিপাড়া গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনির উদ্দিন রাসেদ। তরুণ উদ্দ্যমী মনির ২০০৯ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সাথে স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুক্ত আছেন। সেই থেকে মনে-প্রাণে মানব সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করেন মানুষের বিপদে আপদে।তারই ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে গ্রামের মানুষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য মনির উদ্দিন ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তেচ্ছিপাড়া গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে ১০০ সাবান, ১০০ মাস্ক বিতরণ করেন। মাস্ক পড়া, সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া,সামাজিক দূরত্ব ও গুজব প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রামের জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রচারাভিযানও পরিচালনা কওে যাচ্ছেন তেচ্ছিপাড়া গ্রাম উন্নয়ন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়ে।এছাড়া মনির উদ্দিন এলাকার ইয়ং স্টার সোসাইটির উদ্যোগে আগস্ট এর শুরু থেকে ২০০টি ফলজ, বনজ চারা বিতরণ ও রোপণ করেন নিজ গ্রামে।ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ২০০ জন হত-দরিদ্রদের ত্রাণ পেতে সহায়তা করেছেন মনির ভাই।

তেচ্ছিপাড়া গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনির উদ্দিন এর মতে,করোনায় যে যেখানে আছে সেখান থেকেই মানবিক সহায়তা করা প্রয়োজন। তা যদি সামান্য ও হয় ।তাহলেই আমরা সবাই করোনা যুদ্ধে ঠিকে থাকতে পারবো।

**যদি করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ি,সুস্থ থাকবে আমাদের গ্রাম পূর্বনোনাছড়ি:বেলাল উদ্দিন জয়।

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের পর্ব নোনাছড়ি গ্রাম। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে এখানে সকল ধর্ম ,বর্ণ ও শ্রেণি পেশার মানুষ মিলেমিশে বসবাস করেন। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ হত-দরিদ্র এবং বেশিরভাগই কৃষিকাজ ও দিনমজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

অধিকাংশ গ্রামবাসী নভেল করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অসচেতন তাই গ্রামের মানুষ কে সচেতন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন পূর্ব নোনাছড়ি গ্রাম উন্নয়ন দল। করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব আসার পর পূর্ব নোনাছড়ি গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি বেলাল উদ্দিন জয় ও অন্যান্য সদস্য আরমান, ছরোয়ার কামাল, মুবিন, আইমন, শাহিন, হামিদ, রাশেল, সিরাজ, হাছান, মাহাবুব, শাহিন, হামিদ সহ সকল সদস্য গ্রামকে করোনামুক্ত করে গড়ে তুলতে নানা কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেন। গ্রামের মানুষকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করতে ২০০ টি লিফলেট বিতরণ , মসজিদে খুৎবা ও হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনমুলক বার্তা প্রদান করেন। গ্রামকে জীবানুমুক্ত রাখতে বিভিন্ন সময়ে ২০০ লিটার জীবানুনাশক স্প্রে করেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে গ্রামের ১০০ জন মানুষকে মাস্ক, ১০০ জনকে হাত ধোয়ার সাবান প্রদান করেছেন।

এছাড়াও কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ যুদ্ধে সবচেয়ে হুমকির মুখে পড়েছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষগুলো।কর্মহীন মানুষগুলো সামনে হয়তো আরো ভয়ংকর বিপদ আসছে।জোয়ারিয়ানাল পূর্ব নোনাছড়ি ৬নং ওয়ার্ডে খেটে খাওয়া পরিবার গুলিকে(২৫০পরিবার)চিহ্নিত করে যারা লকডাউনের সময় ঘরবন্দি ও উপার্জনে সক্ষম নয়। তাদের তালিকা করে পূর্ব নোনাছড়ি সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও YPD ক্লাবের সহযোগিতায় সরকারি নির্দেশনা মেনে ২৫০ অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের কাছে ইদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছিল। বিতরণের দিন উপস্থিত ছিলেন জোয়ারিয়া নালা ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব কামাল সামসুদ্দিন প্রিন্স ও এস.এম আব্দুল আল নোমান।

এখন পূর্ব নোনাছড়ি গ্রামকে করোনা সহনশীল গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলার জন্য স্বপ্ন দেখেন উক্ত গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতি বেলাল উদ্দিন জয় ।করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ে তুলার অভিপ্রায় নিয়ে বেলাল উদ্দিন জয় বলেন, তারুণ্যের ছোঁয়ায় সমাজকে আলোকিত করার লক্ষ্যে মাদক, নারী নির্যাতন, দূর্নীতি ও শোষনমুক্ত সমাজ বিনির্মান করার প্রত্যয় নিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, দারিদ্র্যতা দূরিকরণ এবং সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বৃহত্তর পূর্বনোনাছড়ি গ্রাম উন্নয়ন দল গঠন করি। করোনা_সহিষ্ণু গ্রাম প্রতিষ্ঠা ও গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাবে ইনশাল্লাহ।

আসুন সকলে মিলে সচেতন হই,
গুজব প্রতিরোধ করে করোনাকে করি জয়।

করোনা প্রতিরোধে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন ও প্রয়োজনীয় কাজে বের হলে নিয়মিত মাস্ক পড়ুন।

সম্পাদনায়: মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম,সহ-সম্পাদনায়: মো:আব্দুর রব খান * সহযোগিতায়: বেলাল উদ্দিন জয় ও মনির উদ্দিন //
অনুপ্রেরণায়: তুহিন আফসারী -সিনিয়র প্রোগাম অফিসার,দি হাঙ্গার প্রজেক্ট -বাংলাদেশ।